প্রথম আলো

তারিখ JUL 07 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

## রাজধানীর বেগম বদরুন্নেসা কলেজ

# আবাসিক শিক্ষার পরিবেশ হুমকির মুখে, কর্তৃপক্ষ দুষল শিক্ষার্থীদের

শতদল সরকার

'জানালার কাচ ভাঙা, বাথরুম নোংরা, বারান্দায় বাতি নেই। আমাদের বিচ্ছিন্ন রাখা হয় দেশ-বিদেশের খবরাখবর থেকেও। আবাসিক শিক্ষার ন্যূনতম সুবিধাও নেই। এ যেন এক অন্য রকমের বন্দিজীবন, যার কোনো সমাধান নেই।' পুরান ঢাকার বকশীবাজারের ঐতিহ্যবাহী বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা মহাবিদ্যালয়ের বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীরা এভাবেই তাদের সমস্যার বিবরণ দেন গতকাল বৃহস্পতিবার।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, একমাত্র ছাত্রীনিবাসে প্রায় সাড়ে ৩০০ শিক্ষার্থীর আবাসন সুবিধা রয়েছে। তবে আবাসিক সুবিধার নামে চারতলা এই ভবনটিকে জেলখানার রূপ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার্থীরা জানান, সমস্যা দীর্ঘদিনের হলেও সমাধানে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগই নেই। অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করা যায় না। হোস্টেল সুপারও বিষয়গুলো অধ্যক্ষকে জানান না। তিনি, সব ঠিক আছে বলে জানিয়ে দেন। ফলে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত সমস্যা ক্ষোভ আর বিক্ষোভে রূপ নিয়েছে একাধিকবার। তবে যখনই শিক্ষার্থীরা এসব বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন, তখনই তাদের আবাসিক ভবন থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। নেমে এসেছে অবর্ণনীয় শাস্তি।

স্নাতক তৃতীয় বর্ষের একজন শিক্ষার্থী *প্রথম আলোকে* জানান, এই সমস্যা নিয়ে এর আগেও বিক্ষোভ হয়েছে। তখন সমস্যার সমাধান না করে কর্তৃপক্ষ বিক্ষোভ করার অভিযোগে তানিয়া নামের তৃতীয় বর্ষের এক শিক্ষার্থীকে হোস্টেল থেকে বের করে দেয়। এ কারণেই এখন শিক্ষার্থীরা কেউই তাদের নাম প্রকাশ করতে চান না। তবে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের ১০ জন শিক্ষার্থী একই সঙ্গে অভিন্ন সব সমস্যা তুলে ধরেন।

শিক্ষার্থীরা সাবেক অধ্যক্ষ লুৎফুন নাহার নিজামকে অভিযুক্ত করে বলেন, তিনি মোটা অঙ্কের টাকা আত্মসাৎ করেছেন এবং কলেজের আবাসিক শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধান না করে আবাসিক শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংসের প্রান্তে নিয়ে গেছেন। ছাত্রীরা জানান, হোস্টেলের বাথরুমে বালতি নেই, ডাইনিংয়ে দুর্গন্ধে ঢোকা যায় না। বারান্দায় আলো নেই। সব মিলিয়ে এক ভুতুড়ে

তবে এসব অভিযোগ আংশিক অস্বীকার করেছেন কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ ইয়াসমিন বানু। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, কলেজের আবাসিক শিক্ষার্থীদের সমস্যা রয়েছে। তবে এসব সমস্যা সমাধানে হোস্টেলের টাকা বাড়ানো হয়েছিল। এই টাকা বৃদ্ধির বিষয়টি শিক্ষার্থীরা মানতে পারছে না। তাই আগে যে টাকা ছিল সেই টাকাই রাখা হবে। আর সেক্ষেত্রে এই সমস্যার আর সমাধান হবে না।

এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বক্তব্য হচ্ছে, তারা কোনো সুবিধা পান না। তারা বলেন, 'এক বছরে হোস্টেলের টাকা ১ হাজার ২৯৬ থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার ৭৩৫ করা হয়েছে। আবার এ বছরই ২ হাজার ২০০ টাকা করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত কেউ মানে?' শিক্ষার্থীরা বলেন, যখন সারা দেশের মানুষ বিশ্বকাপ ফুটবল দেখে, তখন আমাদের টেলিভিশনে কেবল সংযোগ দেওয়া হয় না। আমরা কোনো সংবাদ, খবর, খেলা কিছুই দেখতে পারি না। এসব বিষয় অনেকবার বলার পরও কোনো কাজ হয়নি।

এ ব্যাপারে সহকারী অধ্যক্ষ হোসনে আরা বলেন, কেবল সংযোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে একাডেমিক কাউন্সিল। কারণ কেবল সংযোগ দেওয়া হলে মেয়েরা বিভিন্ন চ্যানেল দেখাকে কেন্দ্র করে আরও মারামারি করবে, সংঘর্ষ হবে। উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনারও ক্ষতি হবে। আবাসিক ভবনের নোংরা পরিবেশের ব্যাপারেও শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের নোংরা অবস্থানকে দায়ী করেছেন। একাধিক শিক্ষক গতকাল অধ্যক্ষের কক্ষে *প্রথম আলোকে* বলেছেন, মেয়েরা রান্নার ভাত এবং তরকারি এসব টয়লেটে ফেলে নোংরা করে। শিক্ষকরা এক পর্যায়ে মন্তব্য করেন, 'আমাদের মেয়েরাই ভালো না।'

অধ্যক্ষ ইয়াসমিন বানু জানান, একটি কমিটি আবাসিক ভবনের এবং শিক্ষার্থীদের সমস্যা নিয়মিত দেখাশোনা করে। কমিটির প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান আশরাফ আইজি আহম্মেদ। তিনি বলেন, মেয়েদের নিয়মিত হারপিকসহ পরিচ্ছন্নতার সবকিছুই দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে একাধিক শিক্ষার্থী বলেন, কলেজে পড়াশোনা করতে এসেছি। সুইপারের কাজ করতে আসিনি। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কোনো সমস্যা শোনেন না।